জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাবিতে নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কর্মসূচী অব্যাহত

সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ক্লাস বন্ধ করে মানববন্ধন কর্মসূচীতে অংশ নেয়। কলা, সামাজিক ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের শিক্ষার্থীরা অপরাজেয় বাংলা, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ও টিএসসির আশপাশে ও বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হয়ে

রাজু ভাস্কর্য থেকে কার্জন হল পর্যন্ত মানববন্ধন

টিএসসির মানব প্রাচীরে মিলিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হাসান তারেক, সাধারণ সম্পাদক লাকি আকতার, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ঢাবি সভাপতি রাশেদ শাহরিয়ারসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

মানববন্ধনে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী লিটন নন্দী বলেন, এতবড় ঘটনার পরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কর্তারা মিথ্যাচার করছেন। সঠিক দায়িত্ব পালন না করে, অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে চেষ্টা চালাচ্ছেন। ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে হবে।

ঢাবি শিক্ষক সমিতি ॥ একই ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। সোমবার বেলা সাড়ে ১১টায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানববন্ধনে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, বাঙালীর একটি সর্বজনীন অনুষ্ঠানকে প্রশ্নবিদ্ধ করার প্রয়াস নিয়ে পরিকল্পিতভাবে নারীর ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। সচেতন নাগরিক হিসেবে এ ঘটনার প্রতিবাদ না জানিয়ে থাকতে পারি না। যারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে হবে। সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাকসুদ কামাল বলেন, মুক্তবুদ্ধির চর্চাকেন্দ্রে নারীর ওপর আঘাত কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। যারা এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে হবে। এ কর্মসূচী থেকে সাত দিনের মধ্যে জড়িতদের গ্রেফতারের জন্য সময় বেঁধে দেয়া হয়।